জীবন বদলে দিচ্ছে অ্যাপ

প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠছে মানুষের জীবন। একসময় যেসব সেবা পেতে ঘরের বাইরে বের হতে হতো, এখন তা ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে মোবাইলে অ্যাপে সেই প্রয়োজন মেটাতে পারছে জনগণ। কয়েক বছর আগেও মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি যে, জীবন এত সহজ হবে।

আগে যেখানে ব্যাংকের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের বিল পরিশোধ করতে হতো। কিংবা অর্থ লেনদেন করতে হতো। এখন মোবাইল ব্যাংকিং ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তা সহজে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই করা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিটি ব্যাংকের অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে।

নিজস্ব অ্যাপ থেকেই টাকা প্রয়োজন মতো খরচ এবং বিভিন্ন ধরনের কেনাকাটা করতে পারছেন গ্রাহকরা। ‘বিকাশ’ ও ‘নগদ’-এর মতো অসংখ্য অ্যাপ আছে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করতে। দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত সময়ের মধ্যে অর্থের লেনদেন যেমন করা যাচ্ছে, ঠিক তেমনি মোবাইল ফোনে রিচার্জ, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের বিল দেওয়ার কাজগুলোও এই অ্যাপের মাধ্যমে করা যাচ্ছে।

আবার ঘরে বসে বাস, ট্রেন, প্লেনের টিকিট এবং শহরে যাতায়াতের জন্য উবার অ্যাপের ব্যবহার হচ্ছে। মানুষ টিকিট কাটতে পারছে ‘সহজ’ নামের একটি অ্যাপের মাধ্যমে। এয়ারলাইনস অ্যাপ, ‘রেলসেবা’র মতো অ্যাপ ব্যবহার হচ্ছে। একসময় টিকিটের জন্য রেল বা বাসস্টান্ডে রাত্রিযাপন করতেও দেখা গেছে যাত্রীদের।

সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সহজ সমাধান দিয়েছে এই অ্যাপগুলো। যাত্রীরা মোবাইল অ্যাপের এক ক্লিকেই কাঙ্ক্ষিত টিকিট পেয়ে যাচ্ছেন। এর বাইরে সরকারি বিভিন্ন সেবা পেতেও মানুষজন এখন মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করছেন। করোনা টিকা নিতে ‘সুরক্ষা’ অ্যাপ ঘটিয়েছে এক বিশালযজ্ঞ। সহজে ঘরে বসে কয়েক কোটি মানুষ এর মাধ্যমে নিবন্ধন করতে পেরেছেন। এর বাইরে সরকারি সেবা গ্রহণের জন্য রয়েছে আরও বেশকিছু অ্যাপ।

একটি প্রাইভেট ব্যাংকের কর্মকর্তা মুনমুন হক বলেন, বাসা থেকে আমার অফিসের গন্তব্য অনেকটা দূরে। সকালে অফিস যাওয়ার সময় বাস বা অটোরিকশা ধরতে গেলেও আমার ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা লেগে যেত। এসব কারণেই অফিসে সময়মতো পৌঁছাতে পারতাম না।

কিন্তু ‘উবার’ অ্যাপ সেই সমস্যার সহজ সমাধান করে দিয়েছে। আমি প্রতিদিন সকালে উবারে কল করি, একটা টেক্সি চলে আসে পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে। আমি নির্ঝঞ্ঝাটভাবে অফিসে পৌঁছাতে পারি। এটা একটা মেয়ের জন্য অনেক বেশি স্বস্তির বলে জানান তিনি।

সিঙ্গেল মাদার রেবেকা সুলতানা বলেন, ১৩ বছরের এক সন্তানকে নিয়ে রাজধানীতে থাকতে পারছেন শুধু প্রযুক্তির সুবিধার জন্যই। তিনি বলেন, বাসাভাড়া আমার প্রবাসী বাড়িওয়ালাকে পাঠাই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। বাসার সব বিল পরিশোধ করি অ্যাপ ব্যবহার করে। চাকরির কারণে বন্ধের দিন ছাড়া বাজারে যেতে পারি না। ‘চাল ডাল ডট কম’ এর মাধ্যমে সেই বাজারসমস্যার সমাধান করতে পারি। প্রযুক্তির এসব সুবিধা না থাকলে হয়তো ছেলেকে নিয়ে গ্রামে চলে যেতে হতো। এতবড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারতাম না। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু ডিজিটালাইজেশনের জন্য।

ব্যাচেলর শিহাব হোসেন বলেন, করোনাকালে আমার বাসায় রান্নার কোনো বুয়া ছিল না। আমি নিজেও তেমন কোনো রান্না পারি না। ফলে ফুড বেচা-কেনার অ্যাপগুলো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এসব সুবিধা না থাকলে হয়তো করোনাতে না মরলেও খাবার সংকটে মরে যেতে পারতাম। শিহাব বলেন, রাতে এক দিন হটাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন ‘ও ভাই’ নামক অ্যাপের মাধ্যমে একটা সিএনজিচালিত অটোরিকশা ডেকে আমি হাসপাতালে যাই।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, দেশের ৭০ শতাংশ তরুণ প্রযুক্তিনির্ভর। তারাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বে। এ লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কার্যকর সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশের এই প্ল্যাটফর্মের চালিকা শক্তি হচ্ছে দেশের ৭০ শতাংশ তরুণ। বর্তমানে দেশের সাড়ে ৪ কোটি শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তিবিদ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ বলেন, প্রযুক্তি মানুষের জীবনে যেমন নানা ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য আনে, তেমনি জীবন ঝামেলাযুক্ত করে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের খুবই সতর্ক হতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের অর্থ যেন আরেক জন নিয়ে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, আজকে বিভিন্ন ধরনের বিল থেকে শুরু করে

নানান ক্ষেত্রে অর্থ লেনদেনও করা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে অ্যাপে নিজের তথ্যও শেয়ার করতে হয় বা হচ্ছে। অস্থিরচিত্তের নতুন প্রজন্ম কোথায় কী তথ্য শেয়ার করছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

ইন্টারনেট ছাড়াই গুগল ম্যাপ ব্যবহার করবেন যেভাবে

এই দুনিয়ায় রাজ্যের সব সেবার ভাণ্ডার আছে গুগলে। এর মধ্যে অন্যতম গুগল ম্যাপ। তবে সুখের কথা হলো ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াও ব্যবহার করা যায় গুগল ম্যাপ। একটু খটকা লাগলেও কথাটা সত্য। তবে এ জন্য গুগল ম্যাপ ব্যবহার করতে আগে থেকেই ঠিকানা সেভ করে রাখতে হবে। তারপরই আপনি ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াও ঠিকানা খুঁজতে পারবেন।

আগে থেকেই সেভ করে রাখা ম্যাপ থেকেই এই ‘নেভিগেশন’ সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারী। মিলবে সেখানকার ডিরেকশন। এমনকি ডাউনলোড করে রাখা সেই ম্যাপ থেকে লোকেশন সার্চও করতে পারবেন।

তবে গুগল ম্যাপ সেখানে রিয়েল-টাইম ট্রাফিক ডিটেল, হাঁটা বা বাইসাইক্লিংয়ের ডিরেকশন বা বিকল্প রাস্তার সন্ধান সেখানে দেখাবে না। তবে এটাই বা কম কিসে।

তাহলে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে অফলাইনে ব্যবহারের জন্য গুগল ম্যাপ ডাউনলোড করবেন

* এজন্য প্রথমেই ফোনে থাকা গুগল ম্যাপ অ্যাপটি ওপেন করে সেখানে ডান দিকের ঠিক কর্নারে থাকা প্রোফাইল আইকনে ট্যাপ করতে হবে।

* এরপর অফলাইন ম্যাপে ট্যাপ করুন।

* এবার ‘সিলেক্ট ইওর ওন ম্যাপ’ অপশনে ট্যাপ করুন। অপশনের ভেতরে ঢুকে যে এলাকার ম্যাপ ডাউনলোড করতে চান, সেটি সিলেক্ট করুন।

* তারপর ডাউনলোড অপশনে ট্যাপ করুন।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, অফলাইনে যে ম্যাপ আপনি ফোনে ডাউনলোড করলেন, তা আপনাকে আপনারই এলাকারই কিছু নতুন রুট দেখাতে পারবে।

এই অফলাইন ম্যাপ কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যেই এক্সপায়ার হয়ে যায়। তাই দ্রুত ডাউনলোড করা সেই ম্যাপটি আপডেট করে নিতে হবে। আর এক্সপায়ার হওয়ার পর গুগল ম্যাপ সেই এরিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট করে দেয়, যদি আপনার ডিভাইসটিতে ওয়াইফাই সংযোগ থাকে।

তবে ম্যানুয়ালিও গুগল ম্যাপ আপডেট করা যায়। চলুন সেই কৌশলটিও এবার জেনে নেই।

* এজন্য যথারীতি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে গুগল ম্যাপ অ্যাপটি ওপেন করতে হবে।

* এরপর প্রোফাইল পিকচারে ট্যাপ করুন ও তারপরে অফলাইন ম্যাপে ক্লিক করুন।

* এবার এই তালিকা থেকে এক্সপায়ার্ড বা এক্সপায়ারিং এরিয়াতে ট্যাপ করুন।

* তারপর আপডেট অপশনে ক্লিক করুন।

সাইবার সুরক্ষায় ইসরাইলের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ

জাতীয় সাইবার সুরক্ষা সূচকে ইসরাইলকে টপকে ৩২তম অবস্থানে চলে এসেছে বাংলাদেশ। একইভাবে দক্ষিণ এশিয়া কিংবা সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে দেশের সাইবার আকাশ। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে (এনসিএসআই) গত তিন বছর ধরে ধারাবাহিক উন্নয়নে এবার নিজেদের অবস্থান এগিয়ে নিয়েছে ছয় ধাপ।

দেশে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করা বিজিডি ই-গভ সার্টর প্রকল্প

পরিচালক তারেক এম বরকতউল্লাহ বাংলাদেশের এ উন্নতি সম্পর্কে বলেন, ধারাবাহিক এ অর্জন সাইবার নিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রতিফলন, যা ভবিষ্যতে আরও দক্ষতার সঙ্গে সাইবার হামলা প্রতিহত করতে কেবল উৎসাহিতই করবে না বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি সাইবার সুরক্ষিত জাতি হিসাবেও প্রতিষ্ঠা করতে যুগপৎ ভূমিকা রাখবে।

প্রসঙ্গক্রমে, নিয়মিত সাইবার ড্রিল বিশ্বে সাইবার নিরাপত্তায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে গতবারই ইসরাইলকে টপকে যাওয়ার স্বপ্ন বাংলাদেশ দেখেছিল বলেও জানান এ সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ।

এর আগে ২০২০ সালে ৮ ধাপ এগিয়ে ৭৩তম স্থান থেকে ৬৫তম স্থানে উন্নীত হয় বাংলাদেশ। এরপর এক ধাক্কায় ২৭ ধাপ এগিয়ে ২০২১ সালে ৩৮তম অবস্থান দখল করে সার্কভুক্ত দেশের শীর্ষে উঠে আসে। এবার বছরের শুরুতেই সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশই নাগাল পাইনি বাংলাদেশের। পেছনে চলে গেছে ইসরাইল, সাইপ্রাস ও কানাডা।

এস্তোনিয়াভিত্তিক ই-গভর্নেন্স অ্যাকাডেমি ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে, বিশ্বের ১৬০ দেশের সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল উন্নয়ন পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তৈরি এই বৈশ্বিক সূচকে ডিজিটাল উন্নয়নে ৩১.১১ ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশের ব্যবধান পয়েন্ট ৩৪.৪২। ১২টি সূচকের প্রতিটিতে শক্ত অবস্থান নিশ্চিত করে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা সূচকে বাংলাদেশের মোট পয়েন্ট এখন ৬৭.৫৩।

মূলত পাঁচটি ধাপে এই সূচক তৈরি করা হয়। এগুলো হলো জাতীয় পর্যায়ের সাইবার হুমকি শনাক্তকরণ, জাতীয় সাইবার নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং সক্ষমতা শনাক্তকরণ, গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিমাপযোগ্য বিষয়াদির নির্বাচন, সাইবার নিরাপত্তা সূচকগুলোর উন্নয়ন এবং সাইবার সিকিউরিটি সূচকগুলোকে তাদের বিষয় অনুযায়ী বিন্যাস করা হয়।

কম্পিউটারে যেভাবে এসেছে বাংলা

কম্পিউটারে লেখার অক্ষরকে সুন্দরভাবে দেখার জন্য রয়েছে নানা ফন্ট। আরও সহজে বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে কম্পিউটারে বাংলা লিখতে পারে সাধারণ মানুষ। এমনকি রয়েছে বাংলাসমৃদ্ধ নানা কী- বোর্ডও। আজকের আয়োজনে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারে বাংলার আবির্ভাব নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন- সাইফ আহমাদ

কম্পিউটারে বাংলা কী-বোর্ড

বাংলা কি-বোর্ডর ধারণাটা প্রথম প্রয়োগ করেন শহিদ মুনীর চৌধুরী ১৯৬৫ সালে, তার ‘মুনীর’ কী-বোর্ডর মাধ্যমে। এটি ছিল টাইপ রাইটারের জন্য তৈরি করা একটি QWERTY কী-বোর্ড লেআউট। মূলত টাইপরাইটারের জন্য আবিষ্কৃত হলেও পরবর্তীতে কম্পিউটিং জগতে ‘মুনীর লেআউট’ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

পরবর্তীতে যখন কম্পিউটার এলো, তখন থেকেই বাংলা অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা হলো, লেআউট তো রেডি; এবার সঙ্গে প্রয়োজন সফটওয়্যার বা মূল প্রোগ্রামিং, যা কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করবে এবং ‘ফন্ট’ যা কম্পিউটারের মনিটরে দেখাবে।

প্রথম বাংলা সফটওয়্যার

১৯৮২ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কৌশল বিভাগের ড. সৈয়দ মাহবুবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারের ওপর গবেষণা শুরু হয়। এরপর চলমান গবেষণাগুলোর মধ্যে সাইফ উদ দোহা শহীদ সর্বপ্রথম বাংলা সফটওয়্যার আবিষ্কার করতে সক্ষম হোন। প্রথমে মুনীর লেআউট ও পরে QWERTY লেআউট ব্যবহার করে ২৫ জানুয়ারি সহকর্মীদের সহায়তায় বানিয়ে ফেলেন দুই বছরের পরিশ্রমের ফসল বাংলা লেখার সর্বপ্রথম সফটওয়্যার ‘শহিদলিপি’। অ্যাপোলের ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারে শহিদলিপি ব্যবহার করে লেখা যেত বাংলা।

মাইনুল লিপি

১৯৮৬ সালে মাইনুল ইসলাম তৈরি করেন ‘মাইনুললিপি’ নামক একটি বাংলা ফন্ট এর সুবিধা ছিল কোন ড্রাইভার কিংবা সফটওয়্যারের সাহায্য ছাড়াই এ ফন্ট দিয়ে ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারে খুব সহজেই বাংলা লেখা

যেত। এরপর যুক্তাক্ষর সমস্যা সমাধানের জন্য মাইনুল ইসলাম চার স্তরবিশিষ্ট কী-বোর্ড ব্যবহার করেন।

বিজয় ৫২

সাংবাদিকতায় জড়িত মোস্তাফা জব্বার লন্ডনে গিয়েছিলেন মুদ্রণের কাজ সম্পর্কিত যন্ত্রাংশ কিনতে। সেখানে গিয়ে দেখলেন পার্সোনাল কম্পিউটারের সঙ্গে প্রিন্টারকে সংযুক্ত করে মুদ্রণের কাজ করে। তিনি একটি পার্সোনাল কম্পিউটার ও প্রিন্টার সঙ্গে করে কিনে নিয়ে আসেন। তারপর নতুন বাংলা সফটওয়্যার তৈরিতে কাজ করতে থাকেন। কোন এক বিদেশির পরামর্শে একটি ইংরেজি ফন্টের অনুকরণে তৈরি করে ফেলেন বাংলা ফন্ট তন্বী সুনন্দা। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার দেবেন্দ্র যোশী তাকে বানিয়ে দেন বাংলা লেখার জন্য একটি সফটওয়্যার। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে মোস্তাফা জব্বার ও গোলাম ফারুক আহমদ উন্মোচন করেন দেড় বছরের ফসল বাংলা লেখার সফটওয়্যার ‘বিজয়’। বাংলা সফটওয়্যার প্রবেশ করে উন্নত যুগে। ১৯৯৩ সালে সেইফ ওয়ার্কশ ‘বর্ণ’-এর উইন্ডোজ সংস্করণ ‘বর্ণনা’ তৈরি করে যার মূল আকর্ষণ ছিল, পাশাপাশি এটি বাংলা বানানের ভুল ধরিয়ে দিতে পারত। একই সালে বাংলাদেশ সরকার বাজারে আনে বাংলা লেখার সফটওয়্যার ‘জাতীয়’। তবে জাতীয় খুব বেশি জনপ্রিয় হয়নি। যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে মোস্তাফা জব্বার পরবর্তীতে নিয়ে আসেন ‘বিজয়’-এর উইন্ডোজ সংস্করণ।

অভ্র ফোনেটিক

২০০৬ সাল, নবজাগরণ যুগের শুরু। এ সালে ঘটে বাংলা কম্পিউটিং শিল্পে এক নতুন বিপ্লব। মেহেদী হাসান, রিফাত-উন-নবী আর ওমিক্রন ল্যাবের সদস্যরা পরিশ্রম করে তৈরি করেন বাংলা লেখার নতুন পদ্ধতি-অভ্র ফোনেটিক। এর মাধ্যমে ইংরেজি কী-বোর্ড ব্যবহার করেই খুব সহজেই বাংলা লেখা যায়। যেমন-কেউ ইংরেজিতে ami banglay gan gai লিখলে সেটা হয়ে যাবে-আমি বাংলায় গান গাই। যদিও এর আগে হাসিন হায়দার নামক একজন ডেভেলপার ফোনেটিকভিত্তিক বাংলা কী-বোর্ড আবিষ্কার করেন বলে জানা যায়। মেহেদী হাসানের এ যুগান্তকারী আবিষ্কার বাংলার জগতে নিয়ে এলো নতুন এক বিপ্লব। দিনের পর দিন মেহেদী হাসান তার এ সফটওয়্যারে নতুন নতুন সুবিধা যুক্ত করেন। কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্রাউজারে বাংলা লেখাগুলো খুব ছোট দেখা যেত, যার কারণ উইন্ডোজের বৃন্দা (Vrinda) ফন্ট। ওমিক্রন ল্যাবের তানবীর ইসলাম সিয়াম সেজন্য বানান সিয়ামরূপালী (Siyamrupali) নামক ফন্ট, যা এ সমস্যার সমাধান করে। SutonnyMJ ফন্টের বিকল্প হিসাবে

বানানো হয় কালপুরুষ (Kalpurush)। যুক্ত করা হয় স্পেল চেকার, উইনিকোড থেকে বিজয় কনভার্টার; এ ছাড়া ছিল অনেক সুবিধা। মেহেদী হাসান তার এ মূল্যবান আবিষ্কারকে সবার কথা ভেবে বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তার মতে, ভাষা হওয়া উচিত সবার কাছে উন্মুক্ত।

এরপর স্মার্টফনে, ট্যাবসহ অন্যান্য গেজেটে বাংলা লেখার জন্যে আস্তে থাকে নানারকম সফটওয়্যার ও কী-বোর্ড, যেগুলোর মাধ্যমে খুব সহজে বাংলাই টাইপ করে লিখতে পারেন ব্যবহারকারীরা।

এপিক গেমস অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়িয়েছে

বর্তমানে এপিক গেমস অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এগুলোর অধিকাংশই পিসি গেমস কেনা ও খেলা এবং কনসোল ও মোবাইল ডিভাইসে ফোর্টনাইট ও রকেট লিগের মতো গেম খেলে থাকেন।

যারা কনসোলে ফোর্টনাইট গেম খেলে থাকেন তাদের প্রাথমিকভাবে পরিপূর্ণভাবে এপিক অ্যাকাউন্ট তৈরি করার প্রয়োজন হয় না। এর পরিবর্তে তাদের নামবিহীন এপিক গেমস অ্যাকাউন্ট থাকে। সেখানে নিজস্ব নাম কিংবা ইমেইল ঠিকানা থাকে না।

থাকছে না ফেসবুকের ‘নিউজ ফিড’!থাকছে না ফেসবুকের ‘নিউজ ফিড’! ২০২০ সালে মে মাসে ফোর্টনাইটের নিবন্ধিত গেমার ছিল। এসব খেলোয়াড়রা এপিক গেমসের ৫০ কোটির মাইলফলক পেরোতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

২০২১ সালে এপিক হেমস স্টোরে গ্রাহক সংখ্যা ১৯ কোটি ৪০ লাখ ছিল, যা আগের বছরের তুলনায় ৩ কোটি ৪০ লাখ বেড়েছিল।

আইসিটি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়। ২০১৫ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষা হয় ১২০০ নম্বরের পরিবর্তে ১৩০০ নম্বরে। শিক্ষাক্রমে ২০০ নম্বরের ঐচ্ছিক কম্পিউটার শিক্ষার পরিবর্তে ১০০ নম্বরের আবশ্যিক ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি’ ছয়টি শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য।

সরকারের এ উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মন্তব্য করেছিলেন তৎকালীন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট একাধিক বিশেষজ্ঞ। এতে করে শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে আরো বেশি স্বাবলম্বী হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মূল যে হাতিয়ার তা হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। আর এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার জন্য দরকার দক্ষ আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ।

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য দরকার ব্যবহারিকসহ উপযুক্ত কম্পিউটার শিক্ষা। কিন্তু কম্পিউটার শিক্ষায় ব্যবহারিক বাদ দিয়ে আইসিটির প্রয়োগ সম্ভব নয়। শুরু থেকে আবশ্যিক হওয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ব্যবহারিক এবং নম্বর বণ্টন বিষয়ে কোনো দিক নির্দেশনা না থাকলেও এনসিটিবিতে লেখকদের নিয়ে দফায় দফায় মিটিংয়ে।

এ বিষয়ে অবশ্যই প্র্যাকটিক্যাল থাকবে এবং এর জন্য নম্বর বরাদ্দ হলো ২৫, যা মৌখিকভাবে জানানো হলে লেখকরা তাঁদের বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে এনসিটিবি থেকে অনুমোদন নিয়ে প্রকাশ করেছেন। প্রায় দুই ডজন বই অনুমোদন, পরিপত্র, অফিস নোটিশ ইত্যাদি আরো কত কিছু।

২০১৬ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আইসিটি বিষয়টি সৃজনশীল পরীক্ষার আওতায় আসে। গত বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় আইসিটি বিষয় থেকে প্রশ্ন হয়েছে, শুধু তাই নয় যে কোনো চাকরির ইন্টারভিউ, বিসিএস পরীক্ষায় আইসিটি বিষয় থেকে প্রশ্ন আসে এবং এই ধারা অব্যাহত। চলমান এই বিষয়টি যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গেই চলছিল, হঠাৎ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে আইসিটি বিষয়ের পরীক্ষা হবে না বা বাতিল করা হয়েছে—ফলাও করে প্রচার হচ্ছে। শিক্ষার্থীরাও হাল

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ফেসবুকের মতো বা গুগল লগইন পেজের হুবহু ভার্সন। ইউজার বেশির ভাগ সময় এরকম পেজ দেখে বোকা সেজে যায়, আর আসল সাইট মনে করে নিজের ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড প্রবেশ করিয়ে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে লগইন নেম আর পাসওয়ার্ড বা যে কোনো প্রবেশ করানো তথ্য যেমন ক্রেডিট কার্ড ডিটেইলস হ্যাকারের কাছে চলে যায়। এভাবে হ্যাকার আপনার ওয়েবসাইট হ্যাক করে লাখো ইউজার ডিটেইলস চুরি করতে পারে।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন:

এই টাইপের অ্যাটাককে এসইও অ্যাটাক বলতে পারেন। বিশেষ করে সার্চ ইঞ্জিন থেকে হ্যাকার তার নিজের ওয়েবসাইটে র্যাংক করার জন্য আপনার সাইট হ্যাক করবে। হ্যাক করে সেখানে স্প্যাম পেজ তৈরি করে তার সাইটের জন্য ব্যাকলিংক বসিয়ে দেয়। সাধারণত গুগল বা সার্চ ইঞ্জিনগুলো সেই সাইটগুলোকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে যাদের ব্যাকলিংক সবচাইতে বেশি।

ম্যালওয়্যার ছড়াতে:

হ্যাকাররা ওয়েবসাইট হ্যাক করে সেখানে ম্যালিসিয়াস কোড বা ম্যালিসিয়াস সফটওয়্যার ইনজেক্ট করিয়ে দেয়। ম্যালওয়্যারগুলো বিভিন্ন উপায়ে হ্যাকারকে টাকা ইনকাম করার সুযোগ করে দেয়। যেমন ধরুন— হ্যাকার আক্রান্ত পিসিকে বটনেট হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, ঐ কম্পিউটার থেকে সকল তথ্যগুলোকে চুরি করতে পারে, কম্পিউটারের সব ফাইলগুলোকে এনক্রিপটেড করিয়ে দিতে পারে এবং ফাইলগুলো ফেরত পাওয়ার জন্য টাকার দাবি করতে পারে, ঠিক যেমন র্যানসমওয়্যারের ক্ষেত্রে করা হয়।

স্প্যামিং করতে:

অনেক সময় স্প্যাম মেইল সেন্ড করার জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট হ্যাক করা হয়। পরে হ্যাকার ফ্রিতে লাখো ফেইক মেইল বিভিন্ন অ্যাড্রেস পাঠাতে থাকে। এতে ঐ মেইলকে ট্রেস করা অসম্ভব হয়ে যায়, কেননা মেইলটি হ্যাকারের কম্পিউটার থেকে না এসে আপনার ওয়েব সার্ভার থেকে আসছে। ইমেইল স্প্যামিং করে হ্যাকার অনেক টাকা ইনকাম করে নিতে পারে। তবে ওয়েব সার্ভার কোম্পানিগুলোকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়, তাদের আইপি অ্যাড্রেসগুলো ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যায়, সেগুলোকে ঠিক করতে টাকা লাগে।

বড় হচ্ছে ফোল্ডেবল ফোনের বাজার

আগামী দুই বছর পর অর্থাৎ ২০২৪ সাল নাগাদ ফোল্ডেবল ফোনের বিশাল বাজারের সম্ভাবনা দেখিয়েছে। কানালিসের সর্বশেষ প্রতিবেদন বলছে এ বাজার বার্ষিক তিন কোটি ইউনিট হবে।

প্রতিবেদন মতে, ২০২১ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার হবে ৫৩ শতাংশ। একই সময়ে কানালিস প্রত্যাশা করছে, ২০১৯ সালে ফোল্ডেবল স্মার্টফোনের যে দাম ছিল তা ২০২৪ সালে অর্ধেকে নেমে প্রায় এক হাজার ডলারে চলে আসবে।

২০২১ সালে ফোল্ডেবল সেগমেন্টে গত বছরের তুলনায় ১৪৮ শতাংশ বেড়েছে। গত বছর সর্বমোট ৮৯ লাখ ইউনিট ফোল্ডেবল ডিভাইস সরবরাহ হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, একই সময়ে স্মার্টফোন বাজারের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ শতাংশ।

তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২১ সালে প্রিমিয়াম অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সরবরাহ ১৮ শতাংশ কমেছে। ফলে অ্যান্ড্রয়েড নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারের চাহিদানুযায়ী ফোল্ডেবলের দিকে নজর বাড়াবে।

রিয়েলমি ৯ আই- ৩৩ ওয়াট ডার্ট চার্জিং ও স্ন্যাপড্রাগন ৬৮০ প্রসেসরের সেরা পারফর্মার

হালের স্মার্ট দুনিয়ায়, প্রতি বছরই আসছে নতুন সব ইনোভেশন। ক্যানালিসের প্রতিবেদন অনুসারে দেশের সেরা স্মার্টফোন ব্র্যান্ড

রিয়েলমি তরুণদের সেরা পছন্দ। তরুণরা চান নতুনত্ব। ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন, ইনোভেশনে সবসময়ই দারুণ সব স্মার্ট ডিভাইস নিয়ে আসছে রিয়েলমি।

সম্প্রতি, রিয়েলমি দেশের বাজারে এনেছে এর ৯ সিরিজের প্রথম ফোন রিয়েলমি ৯ আই। ফোনটির ভিন্নধর্মী ডিজাইন নিশ্চিতভাবেই ফ্যাশন সচেতন তরুণদের জীবনধারায় যুক্ত করবে নতুন মাত্রা আর এর দুর্দান্ত প্রসেসর কাজের গতি বাড়াবে। বিস্তারিত জানতে ভিজিটঃ https://www.realme.com/bd/realme-9i

দ্রুতগতির প্রসেসর – দেশের প্রথম স্ন্যাপড্রাগন ৬৮০, ৬ ন্যানোমিটার

রিয়েলমি ৯ আই শুধু দেখতেই আকর্ষণীয় নয়, এর কার্যক্ষমতাও আপনাকে মুগ্ধ করবে। এটি ৬ ন্যানোমিটারের শক্তিশালী স্ন্যাপড্রাগন ৬৮০ চিপসেট যুক্ত বাংলাদেশের প্রথম স্মার্টফোন। নতুন এই চিপসেটটি ৬২ শতাংশ কম শক্তি খরচ করে এবং ১২ ন্যানোমিটারের প্রসেসরের তুলনায় ৪৬ শতাংশ বেশি কার্যক্ষমতা প্রদান করে। এর সিপিইউ’র পারফরমেন্স কাজে এনে দিবে দুর্দান্ত গতি আর অ্যাড্রেনো ৬১০ জিপিইউ কোনো ল্যাগ ছাড়াই দিবে ঝামেলাহীন গেমিংয়ের অভিজ্ঞতা। এর এআই পারফরম্যান্স মোবাইল কাজ করার অভিজ্ঞতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

৯০ হার্টজ অ্যাডাপ্টিভ রিফ্রেশ রেটযুক্ত এফএইচডি প্লাস ডিসপ্লে

৯০ হার্টজ বিশিষ্ট অ্যাডাপ্টিভ রিফ্রেশ রেটযুক্ত ও ৯০.৮% স্ক্রিন-টু-বডি ফুল স্ক্রিনের ৬.৬ ইঞ্চির ডিসপ্লেতে গেমিং, ব্রাউজিং, ভিউইয়িংয়ের অভিজ্ঞতা হবে অসাধারণ।

২৪১২X১০৮০ এফএইচডি+ ডিসপ্লের সাথে হাই-রেস অডিওর ডুয়াল স্ট্রেরিও স্পিকার মোবাইলে মুভি বা ভিডিও কনটেন্ট দেখার অভিজ্ঞতাকে করবে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এছাড়া, মোবাইল স্ক্রিনের ব্রাইটনেস ৪৮০ নিট থেকে ১ নিটে নেমে আসতে পারে বিধায় রাতের অন্ধকারে ফোন চালালে চোখের ওপর চাপ কম পড়বে।

শক্তিশালী ব্যাটারি

রিয়েলমি ৯ আই-তে ৫,০০০ মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি রয়েছে। তবে, ৬ ন্যানোমিটার প্রসেসরের কারণে আগের জেনারেশন থেকে ৯ আই এর

ব্যাটারি লাইফ ৪৬ শতাংশ বেশি। এটি এই সেগমেন্টের প্রথম ৩৩ ওয়াট ডার্ট চার্জিং ফিচারযুক্ত ফোন, যা মাত্র ৭০ মিনিটে শূন্য থেকে একেবারে ফুল চার্জ হয়ে যাবে।

৯৯৫ ঘন্টা স্ট্যান্ডবাইর কারণে এতে টানা ৪৮.৪ ঘন্টা ফোনে কথা বলা যাবে ও ১১৬.৩ ঘন্টা টানা গান শোনা যাবে। সুপার পাওয়ার সেভিং মোড, অ্যাপ কুইক ফ্রিজ, স্ক্রিন ব্যাটারি অপটিমাইজেশন ও পাওয়ার সেভিং মোডের মতো সফটওয়্যার অপ্টিমাইজেশান অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে ফোনটি চালানো যাবে দীর্ঘ সময়। সেরা ফিচারের সাথে সেরা মানের স্মার্টফোন- রিয়েলমি ৯ আই।

৫০ মেগাপিক্সেলের দুর্দান্ত নাইটস্কেপ ক্যামেরা

মোবাইল ফটোগ্রাফি তরুণদের মধ্যে ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এজন্য ভালো ক্যামেরার ফোন অপরিহার্য। এছাড়াও, যারা জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী করতে চান তাদের জন্য রিয়েলমি ৯ আই তে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেল নাইটস্কেপ ক্যামেরা।

এতে আরও রয়েছে প্যানোরামিক ভিউ, টাইমল্যাপ্স, এইচডিআর, এআই বিউটি, স্লো মোশন, আল্ট্রা ম্যাক্রো ইত্যাদি মোডে ছবি তোলার সুবিধা। ক্যামেরা। দারুণ ডিজাইনের সাথে দুর্দান্ত ক্যামেরার সমন্বয়- রিয়েলমি ৯ আই।

মনমুগ্ধকর ডিজাইন – স্টেরিও প্রিজম

ফোনটির নিখুঁত ডিজাইনের পেছনে রয়েছে ৫ অ্যাক্সিস সিএনসি (কম্পিউটারাইজড নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল) প্রিসিশন মেশিনিং। ৮ লেয়ারের অপটিক্যাল কোটিংয়ে এর চূড়ান্ত ডিজাইনটি করা হয়েছে, যাতে রয়েছে ৩ হাজারের বেশি প্রিজমের মতো রেখার সমন্বয়। এর প্রতিটি রেখার কোণ ও গভীরতা আলাদা। আর প্রিজম সদৃশ ডিজাইনের কারণে এতে আলো পড়লে মনে হবে ফোনের পেছনে যেনো আলো ছায়ার খেলা চলছে।

৮.৪ মিলিমিটার পুরুত্ববিশিষ্ট মাত্র ১৯০ গ্রাম ওজনের এই ফোনটি ওজনে বেশ হালকা হওয়ায় সহজে হাতে ধরে রাখা যায় এবং যেকোনো জায়গায় বহন করা যায়।

দুর্দান্ত ডিজাইন এবং স্পেসিফিকেশনের রিয়েলমি ৯ আই স্মার্টফোনের দু’টি সংস্করণ রয়েছে। একটি ডিভাইসে রয়েছে ৬ জিবি র্যা ম (যা ১১ জিবি পর্যন্ত বাড়ানো যাবে) ও ১২৮ জিবি রম। এর বাজার মূল্য

নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯,৪৯০ টাকা। ৪ জিবি র্যা ম ও ৬৪ জিবি রমের অন্য ডিভাইসটি ১৭,৪৯০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। প্রিজম ব্লু ও প্রিজম ব্ল্যাক – এ দু’টি দুর্দান্ত রঙে পাওয়া যাচ্ছে রিয়েলমি ৯ আই।

ইউটিউব চ্যানেলের নতুন নাম নির্ধারণে সিক্রেট কৌশল

আপনার চ্যানেল যদি যথেষ্ট জনপ্রিয় না হয়, তবে এক্ষেত্রে আপনার চ্যানেলের নামের কথা তাদের ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। এতে করে দেখা যাবে ভবিষ্যতে সেই ব্যক্তি যদি আপনার চ্যানেলের নাম লিখে সার্চ করতে চায়, তবে সে সঠিক ভাবে আপনার চ্যানেলের নাম লিখে সার্চ করতে পারবে না।

বড় কোন ইউটিউব চ্যানেলের নাম সঠিকভাবে বা সঠিক বানান লিখে সার্চ না করার কারণে আপনার চ্যানেলটি সার্চ রেজাল্টে নাও আসতে পারে। তাই অবশ্যই আপনার ইউটিউব চ্যানেলের নাম টি ছোট করবেন। তবে আপনার ইউটিউব চ্যানেলের নাম ছোট করলেও সেটিকে অবশ্যই তথ্য বহুল করবেন।

এক্ষেত্রে আপনার চ্যানেলের নাম যদি সত্যিই অনেক বড় করতে হয়, তবে এক্ষেত্রে সেই নামগুলোর প্রথম অক্ষর লিখে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দাঁড় করাবেন। আর এতে করে ভবিষ্যতে আপনি সেই সংক্ষিপ্ত শব্দগুলোর বর্ণনা আপনার দর্শকদের বলতে পারেন।

আপনি যদি কোন একটি ইউটিউব চ্যানেলের নাম ছোট করেন, তবে এ ক্ষেত্রে আপনার চ্যানেল কম জনপ্রিয় হলেও আপনার কোন দর্শক সেটির নাম মনে রাখতে পারবে। সেইসঙ্গে সেই দর্শক যদি ভবিষ্যতে আপনার ভিডিও প্রয়োজনীয় মনে করে, তবে সে অনুসন্ধান করে আপনার চ্যানেলকে খুব সহজে খুঁজে নিতে পারবে।

এক্ষেত্রে আপনি যদি অনেক বড় নাম দিয়ে রাখতেন, তবে হয়তোবা সেই ব্যক্তি সেই নামটি সঠিকভাবে মনে না রাখার কারণে আপনার চ্যানেল টি আর খুঁজেই পাবে না। যার ফলে আপনি হয়তোবা অনেক কাছের দর্শক

হারাতে থাকবেন। তাই ইউটিউব চ্যানেলের নাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই সেই নামটি কে যথেষ্ট ছোট করে আনতে হবে।

আপনার চ্যানেলের নাম সহজ হতে হবে

দেখুন, আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য এমন একটি নাম দিলেন, যে নামটি উচ্চারণ করতে অনেক কঠিন হচ্ছে। এছাড়া দেখা গেলো আপনি আপনার চ্যানেলের জন্য যে নামটি দিয়েছেন, সেটি উচ্চারণে কঠিন হওয়ার পাশাপাশি সেটির অর্থ ও কঠিন।

দেখা গেলো আপনি এমন একটি নাম নির্ধারণ করেছেন, যে নামটি কেউ সঠিকভাবে মনে রাখতে পারে না। আর এতে করে তারা যখন ভবিষ্যতে সেই নামটি লিখে ইউটিউবে সার্চ করবে, তখন তারা সেখানে একটি ভুল করে ফেলছে। কিন্তু আপনার ইউটিউব চ্যানেলের নাম এমন হওয়া যাবে না।

এক্ষেত্রে আপনার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হতে হবে সহজ সাবলীল ভাষায় এবং ছোট শব্দের। আর এতে করে কোন একজন ভিজিটর খুব সহজেই আপনার নামটি মনে রাখতে পারবে এবং সে নামটি লিখে পরবর্তীতে ইউটিউবে সঠিকভাবেই অনুসন্ধান করতে পারবে।